❑ কাহিনী-সংক্ষেপ ❑

'একেই কি বলে সভ্যতা?'-র কাহিনী গড়ে উঠেছে নব্যবঙ্গের যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা, মদ্যপান ও ব্যাভিচারের কাহিনিকে কেন্দ্র করে। কালী এবং নববাবু এই দুজন নব্যযুবকের কথোপকথনে কাহিনীর সূত্রপাত। কালী নবকে তাদের প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়' নিয়ে যেতে এসেছে, যাকে তারা বলে 'স্বাধীনতার দালান'। নবকুমার সেই সভার চেয়ারম্যান; কিন্তু সম্প্রতি তার একটু অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। তার পরমবিজ্ঞ পিতা সম্প্রতি বৃন্দাবন থেকে কলকাতার বাড়িতে ফিরে এসেছেন। নববাবু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিবাহিত যুবক। তার সংসারে আছেন তার মাতা, স্ত্রী, বোন প্রভৃতি। স্ত্রী এবং বোন নবকুমারের 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার' কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সচেতন। কিন্তু নবকুমারকে তার মা অতটা হীন মনে করতে পারেন না। নবকুমারের পিতা কলকাতায় আসায় তার যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে; কেন না কর্তাবাবু ছেলেকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে চান। কলা কৌশলের সঙ্গে কর্তাবাবুকে ধাপ্পা দিয়ে নবকে সভায় নিয়ে গেল। কালীর কথাবার্তায় কর্তার মনে সংশয় জেগে উঠলে তিনি তাঁর সহচর বৈষ্ণববাবাজীকে পুত্রের কার্যকলাপের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানালেন। সিকদার পাড়ার গলিতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে বৈষ্ণববাবাজী বুঝলেন যে পল্লীটি নিষিদ্ধ পল্লী। নবকুমার ও কালীর সঙ্গে দেখা হলে তারা বৈষ্ণব বাবাজীকে উৎকোচ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে চাইলো। তারপর 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়' গিয়ে স্বাধীনতা চর্চার নামে নবকুমার মদ্যপান, হল্লোড়, বেলেল্লাপনা, গণিকাচর্চা ইত্যাদির পর গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো। নবকুমারের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তার স্ত্রী ও বোনেদের দুঃখ-বেদনার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রলাপমত্ত পুত্রকে দেখে কর্তাবাবু পুত্রের ক্রিয়াকর্ম উপলব্ধি করলেন এবং কলকাতার বাস উঠিয়ে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।